সমকাল

মধ্যরাতে ইবি ছাত্রলীগের দু'পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১০ গুলি, ককটেল বিস্ফোরণ

১০ ঘণ্টা আগে

ইবি প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) মধ্যরাতে সংঘর্ষে জড়িয়েছে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ। সাদ্দাম হোসেন হলে পদবঞ্চিত গ্রুপের এক কর্মীর সঙ্গে সম্পাদকের কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতির জের ধরে এ সংঘর্ষ শুরু হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়। গত রোববার রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হল এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১০ শিক্ষার্থী আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রাতে সাদ্দাম হোসেন হলের ২৩৫ নম্বর রুমে শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব ১০-১২ কর্মী নিয়ে বিদ্রোহী গ্রুপের কর্মী মোশারফ হোসেন নীলের রুমে যান। নীল ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে কর্মীদের যেতে অনুৎসাহিত করছেন বলে অভিযোগ তোলেন সম্পাদক। একপর্যায়ে বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তারা। পরে নীল সাদ্দাম হলের সামনে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদের নিয়ে অবস্থান নেন। সম্পাদক তার কর্মীদের নিয়ে হল থেকে বের হলে আলো, টনি, বিপুল, নীলসহ বিদ্রোহী গ্রুপের বেশ কিছু নেতাকর্মী তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান। সম্পাদকসহ কর্মীদের ধাওয়াও দেন তারা। পরে সম্পাদক সাদ্দাম হলে ঢুকে গেলে সুমন (ফিন্যান্স বিভাগ) নামের একজনকে বেদম মারধর করে তারা। এরপর বিদ্রোহী গ্রুপের দেড় শতাধিক নেতাকর্মী মিছিল নিয়ে বিভিন্ন হল ঘুরে বঙ্গবন্ধু হলের সামনে অবস্থান নেন। পরে রাত সাড়ে ১২টার দিকে সভাপতি ও সম্পাদক গ্রুপের দুই শতাধিক কর্মী মিছিল নিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের সামনে গেলে তাদের লাঠি ও দেশি অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া দেয় বিদ্রোহী গ্রুপ। পরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন হলে ঢুকে যায়। এ সময় জিয়া হল ও বঙ্গবন্ধু হল এলাকায় কয়েক রাউন্ড গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় বিদ্রোহী গ্রুপ। এদিকে রাত ২টার দিকে বঙ্গবন্ধু হলে সভাপতি গ্রুপের কর্মীদের কয়েকটি রুম ভাংচুর করে তারা। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র বর্মণ ও সহকারী প্রক্টর এস এম নাসিমুজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

এদিকে, সোমবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্রলীগের দলীয় টেন্টে ও

ঝালচত্বরে দু'গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এতে ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। দুপুর ১টায় বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় তারা প্রশাসনের কাছে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির নেতাকর্মীদের বিচার দাবি করে। পরে দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লালন শাহ হল, সাদ্দাম হোসেন হল ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে পুলিশ নিয়ে হল প্রশাসন তল্লাশি চালায়। কুষ্টিয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজাদ রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের রিকমেন্ডেশনে আমরা এসেছি। অবৈধ কিছু পাওয়া যায়নি। বর্তমানে পরিবেশ শান্ত রয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ আসকারী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল সৃষ্টিকারী, অছাত্র ও মূল ছাত্রলীগদের বাছাইয়ে চুলচেরা তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।